মেহেরপুরে আমবাগান থেকে যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

মেহেরপুরে একটি আমবাগান থেকে এক যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শুক্রবার (১৩ ফেব্রুয়ারি) দুপুর ১টা থেকে বিকাল সাড়ে ৪টার মধ্যে যেকোনো সময় এ ঘটনা ঘটে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

জানা যায়, জহিরুল মিয়ার ইটভাটার পশ্চিম পাশে অবস্থিত একটি আমবাগানের আমগাছের ডালের সঙ্গে গলায় রশি দিয়ে আত্মহত্যা করেন মুন্না (টাইসেল মিস্ত্রি)। তিনি মেহেরপুর পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের গোরস্থানপাড়া এলাকার সাইদুল ইসলামের ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, বিকেলের দিকে বাগানে একটি মরদেহ ঝুলতে দেখে তারা কাছে গিয়ে মুন্নাকে শনাক্ত করেন এবং দ্রুত পুলিশকে খবর দেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহের সুরতহাল রিপোর্ট প্রস্তুত করে।

পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরে বিয়ে সংক্রান্ত হতাশা থেকে তিনি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন। ধারণা করা হচ্ছে, এ কারণেই তিনি আত্মহত্যার পথ বেছে নেন।

পুলিশ জানায়, পরিবারের সদস্যরা ঘটনাটিকে আত্মহত্যা হিসেবে উল্লেখ করেছেন এবং এ বিষয়ে তাদের কোনো অভিযোগ নেই। আইনগত প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

মেহেরপুরের পিরোজপুরে ভোটারকে হুমকির অভিযোগ

মেহেরপুর জেলার পিরোজপুর ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাঁঠালপোতা গ্রামে এক সাধারণ ভোটারকে ভোট কেন্দ্রে না যাওয়ার জন্য হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে।

অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, বিএনপি নেতা আরিফুল ইসলাম (পিতা: আলিহিম বিশ্বাস) দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের সমর্থক সাধারণ ভোটার ফারুক হোসেনকে (পিতা: সিরাজ) ভোটকেন্দ্রে না যেতে হুমকি দিয়েছেন।

ভুক্তভোগী ফারুক হোসেন জানান, তাকে বিভিন্নভাবে ভয়ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে যাতে তিনি ভোট দিতে কেন্দ্রে না যান। এ বিষয়ে স্থানীয়ভাবে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। তবে অভিযোগের বিষয়ে অভিযুক্ত ব্যক্তির বক্তব্য এখনো পাওয়া যায়নি।

মেহেরপুরে শান্তিপূর্ণ ও উৎসবমূখর পরিবেশে ভোট গ্রহণ সম্পন্ন

মেহেরপুর জেলায় জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোটগ্রহণ শুরু হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল থেকে জেলার দুইটি সংসদীয় আসনের মোট ২১৩টি ভোটকেন্দ্রে একযোগে ভোটগ্রহণ চলছে। সকালে মেহেরপুর-১ আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী মাসুদ অরুন সকাল ৭টা ৫০ মিনিটে মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বালক বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্রে নিজ ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। একই সময়ে জামায়াত ইসলামীর প্রার্থী তাজউদ্দীন খান ভোট প্রদান করেন।

এদিকে মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের সাহারবাটি চারচারা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোট কেন্দ্রে সৃষ্ট সংঘর্ষে জামায়াতের ১৫ জন আহত হয়েছে। আহতরা হলেন, ভাটপাড়া গ্রামের জামায়াত কর্মী মোশাররফ হোসেনের ছেলে রিপন আলী (২৫), আহাজদদীনের ছেলে আনারুল ইসলাম (৫০)ইদ্রিস আলীর ছেলে আলাহাজ আলী(৪০), সাইদুল ইসলামের ছেলে সম্রাট (৩০), ভ্যানচালক ওয়ারেশ আলী(৪৫) সাহারবাটী গ্রামের বিএনপি কর্মী বক্কার আলী।

এছাড়া মুজিবনগর উপজেলার জয়পুর তারানগর ভোটকেন্দ্রে সংঘর্ষ আহত হয়েছে তিন জামায়াত কর্মী। খাসমহল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

কেন্দ্রে জামায়াতের ৪ কর্মীদের ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে। আহতরা অনেকেই মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতাল, গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা নিয়েছেন।

গাংনী সংসদীয় জামায়াত প্রার্থী নাজমুল হুদা তার কর্মীদের ওপর হামলার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, আমাদের ভোটারদের কোন কেন্দ্রে যেতে দিচ্ছে না বিএনপির লোকজন এবং অনেককে মারধর করেছে এতে ১৫ জন আহত হয়েছেন অনেকের কয়েকজনের অবস্থা আশংকা জনক। এ বিষয়ে সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারকে জানানো হয়েছে তিনি বিষয়টি দেখবেন বলেছেন।

মেহেরপুর পুলিশ সুপার (এসপি) উজ্জ্বল কুমার রায় জানান, সংঘর্ষ ও হামলার ঘটনা শোনার পরপরই আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়েছে। ভোটগ্রহণ সুষ্ঠুভাবেই চলছে। সংঘর্ষের বিষয়ে আইনী ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

এদিকে সকাল পৌণে আটটার সময় মেহেরপুর-২ আসনের বিএনপি প্রার্থী আমজাদ হোসেন ও জামায়াত প্রার্থী নাজমুল হুদা ভোট প্রদান করেন। ভোট প্রদান শেষে তারা দুজনে কোলাকুলি ও কুশল বিনিময় করেন।

মেহেরপুর-১ আসনের জামায়াতের সংসদ সদস্য প্রার্থী তাজউদ্দীন খান অভিযোগ করে বলেন, সকাল থেকেই মেহেরপুর সদর ও মুজিবনগর উপজেলার বিভিন্ন ভোটকেন্দ্রে জামায়াত-সমর্থক ভোটারদের প্রবেশে বাধা দিচ্ছে বিএনপি সমর্থকরা।

মুজিবনগরের জয়পুর তারানগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্রে নারী ভোটারদের বাধাপ্রদান, জামায়াতের এজেন্টদের বের করে দেওয়ার চেষ্টা ও ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে বাধা দেওয়াকে কেন্দ্র করে বিএনপি ও জামায়াত কর্মী সমর্থকদের মধ্যে সৃষ্ট সংঘর্ষ জামায়াতের দুই কর্মী আহত হয়েছেন বলে খবর পাওয়া গেছে। তবে, খবর পেয়ে ভ্রাম্যমান টিমের সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌছে জামায়াতের দুই কর্মীকে আটক করেছেন। তারা হলেন, মুজিবনগর জয়পুর গ্রামের হুজুর আলীর ছেলে শহিদুল ইসলাম ও মানিক হোসেনের ছেলে আশরাফ আলী। এরিপোর্ট লেখা পর্যন্ত আটক দুজন পুলিশী হেফাজতে রয়েছেন।

এদিকে গাংনী উপজেলার সাহারবাটি ভোট কেন্দ্রে ভোট প্রদানে বাধা দেওয়াকে কেন্দ্র করে জেলায় দুটি আসনে বিএনপি ও জামায়াতসহ অন্যান্য দলের ৭ প্রার্থী ভোট যুদ্ধ করছেন।

এদের মধ্যে মেহেরপুর-১ (সদর-মুজিবনগর) আসনে বিএনপি প্রার্থী সাবেক এমপি মাসুদ অরুন, জামায়াত ইসলামীর প্রার্থী মাওলানা তাজ উদ্দীন খান, জাতীয় পার্টর প্রার্থী আব্দুল হামিদ ও সিপিবি প্রার্থী অ্যাডভোকেট মিজানুর রহমান। মেহেরপুর-২ আসনের বিএনপি প্রার্থী আমজাদ হোসেন, জামায়াত প্রার্থী নাজমুল হুদা ও জাতীয় পার্টর প্রার্থী আব্দুল বাকী প্রতিদ্বন্দ্বীতা করছেন। তবে ভোটের মাঠে বিএনপি ও জামায়াত প্রার্থীর মধ্যে মুলপ্রতিদ্বন্দ্বীতা হবে বলে জানিয়েছেন ভোটাররা। মেহেরপুরের দুটি আসনে ৫ লাখ ৮৭ হাজার ভোটার তাদের ভোট প্রদান করবেন।

মেহেরপুরে নির্বাচন পরবর্তী সময়ে বিএনপি-জামায়াত সংঘর্ষ, আহত ৩

মেহেরপুরে নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতাই বিএনপি সমর্থক্দের মামলায় জামায়াতের তিনজন গুরুত্বর জখম হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে আজ শুক্রবার গাংনী উপজেলার জোড়পুকুরিয়া বাজারে।

আহতরা হলেন-একই এলাকার জোড়পুকুরিয়া গ্রামের মোজাম্মেল হোসেনের ছেলে উজ্জ্বল হোসেন, ইয়ার আলীর ছেলে মাসুদ রানা ও ঝন্টু আলীর ছেলে জুয়েল আহমেদ।

আহত উজ্জ্বল হোসেন বলেন, আমরা বাজারে চায়ের দোকানে বসে কথা বলছিলাম এমন সময় বিএনপি সমর্থিত রিপন হোসেন আমাকে বলে জামায়াত এতো ভোট পাইলো কি করে? তারপর আমাদের মধ্যে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে রিপন ও তার লোকজন মিলে আমাদের উপর অর্তকিত হামলা চালায়। এবং আমাদের বেধড়ক মারধর করে।

পরে স্থানীয়রা আমাদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসে।

স্থানীয় রকিব হোসেন বলেন, আমরা পাশের দোকানে বসে ছিলাম এমন সময় দেখি বেশ কয়েকজন মিলে ধস্তাধস্তি ও মারামারি করছে। আমরা পরবর্তীতে উভয় পক্ষকে থামিয়ে আহতদের চিকিৎসার জন্য গাংনী হাসপাতালে নিয়ে আসি।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি উত্তম কুমার বলেন, সংঘর্ষের ঘটনার তথ্য পেয়ে ঘটনা স্থলে পুলিশ পৌঁছেছে। বতর্মানে উক্ত এলাকার পরিস্থিতি সাভাবিক। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যাবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মুজিবনগরে ভোট কেন্দ্রে যেতে বাধা দেওয়ায় জামায়াত-বিএনপি সংঘর্ষে আহত-৫, আটক ২

মেহেরপুরের মুজিবনগরের জয়পুর গ্রামে ভোটারদের ভোট কেন্দ্রে যেতে বাধা প্রদান করা কে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষে জামায়াত-বিএনপির ৫ জন সমর্থক আহত হয়েছে। এসময় দুইজন কে আটক করে পুলিশ।

গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে নয়টার দিকে এঘটনা ঘটে। আহতরা হলেন, বিএনপি সর্মথক আশাদুল ও জামায়াত সর্মথক-বাইজিদ, আবু ওবাইদা, মাহাফিজুর রহমান রিটন ও আইনাল গাজী। এসময় ঘটনাস্থল থেকে দুইজন জামায়াত কর্মীকে আটক করে পুলিশ। আটকৃতরা হলেন, শহিদুল ও আশরাফ হোসেন।

পুলিশ জানায়, সকাল সাড়ে নয়টার দিকে মুজিবনগর উপজেলার জয়পুর গ্রামে ভোট কেন্দ্রের ১০০ গজ দূরে বিএনপি এবং জামায়াতের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। এ সময় দুই পক্ষের সংঘর্ষে পাঁচজন আহত হয়েছে। খবর পেয়ে পুলিশ ও বিজিবি ঘটনাস্থে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে।

মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ জাহিদুল ইসলাম সংঘর্ষের বিষয়টি

নিশ্চিত করে বলেন, সকালে জয়পুর গ্রামে বিএনপি ও জামায়াত সমর্থকদের মধ্যে ভোটকেন্দ্রে যেতে বাধা প্রধান কে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ শুরু হয়। পরে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে।

এসময় ঘটনাস্থল থেকে জামায়াত সমর্থক দুই কর্মীকে আটক করে থানায় নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে নির্বিঘ্নে ভোটগ্রহণ চলছে।

নতুন দুই এমপি তাজউদ্দীন ও নাজমুল হুদা

মেহেরপুরের দুটি আসনে জামায়াত ইসলামীর প্রার্থীরা ভুমিধ্বস বিজয়ী হয়েছেন। স্বাধীনতা উত্তর মেহেরপুরের দুটি আসনের প্রথমবারের মতো জামায়াত ইসলামী থেেকেএমপি নির্বাচিত হলেন।

মেহেরপুর-১ আসনে জামায়াত প্রার্থী তাজ উদ্দীন খান দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে ১২২৮২৯ ভোট পেয়ে বেসরকারি ফলাফলে বিজয়ী হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দী বিএনপি প্রার্থী মাসুদ অরুন ধানের শীষ প্রতীকে পেয়েছেন ১০৪২২৪ ভোট।

অপরদিকে, মেহেরপুর-২ আসনে জামায়াত প্রার্থী নাজমুল হুদা দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে ৯৪১৬৮ ভোট পেয়ে বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম বিএনপি প্রার্থী আমজাদ হোসেন ধানের শীষ প্রতীকে পেয়েছেন ৮৫৬৮৯ ভোট। জাতীয় পার্টি প্রার্থী আব্দুল বাকী লাঙ্গল প্রতীকে ভোট পেয়েছেন ১৭৯১। এ আসনের ভোট পোল হয়েছে ১৮৭০৩০টি। বাতিল হয়েছে ৫১২৬টি। এ আসেন ভোট পোল হয়েছে শতকরা ৬৯.২৬ শতাংশ।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের নির্বাচন কন্ট্রোল রুম থেকে এ তথ্য জানা গেছে। কেন্দ্র থেকে আসা ফলাফল ঘোষণা করেন স্ব স্ব উপজেলার সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তারা।

প্রসঙ্গত, মেহেরপুর জেলার দুটি সংসদীয় আসনে মোট ভোটার সংখ্যা ৫ লাখ ৮০ হাজার ৬০৮ জন। জেলায় মোট ২১৩টি কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ করা হয়।

এর মধ্যে মেহেরপুর-১ (মেহেরপুর সদর ও মুজিবনগর) সংসদীয় আসনে ১২৩টি আসনে ভোটার ছিলেন৩ লাখ ১৩ হাজার ২১৬ জন । মেহেরপুর-১ আসনে চারজন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দীতা করেন।

অপরদিকে মেহেরপুর-২ (গাংনী) সংসদীয় আসনে ভোটার সংখ্যা ২ লাখ ৭০ হাজার ৫ জন এবং ভোটকেন্দ্র ছিলো ৯০টি। এ আসেন তিন জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দীতা করেন।

মেহেরপুরের দুটি আসনে জামায়াতের প্রার্থী বিজয়ী

মেহেরপুরের দুটি আসনে জামায়াত ইসলামীর প্রার্থীরা বিজয়ী হয়েছেন।

মেহেরপুর-১ আসনে জামায়াত প্রার্থী তাজ উদ্দীন আহমেদ খান ১২২৮২৯ ভোট পেয়ে বেসরকারি ফলাফলে বিজয়ী হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দী বিএনপি প্রার্থী মাসুদ অরুন পেয়েছেন ১০৪২২৪ ভোট।

অপরদিকে, মেহেরপুর-২ আসনে জামায়াত প্রার্থী নাজমুল হুদা ৯৪১৬৮ ভোট পেয়ে বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম বিএনপি প্রার্থী আমজাদ হোসেন পেয়েছেন ৮৫৬৮৯ ভোট।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের নির্বাচন কন্ট্রোল রুম থেকে এ তথ্য জানা গেছে। কেন্দ্র থেকে আসা ফলাফল ঘোষণা করেন স্ব স্ব উপজেলার সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তারা।

মেহেরপুরে ভোট গ্রহণ শুরু

মেহেরপুর জেলার দুটি সংসদীয় আসনের ২১৩ টি কেন্দ্রে সকাল সাড়ে ৭টা থেকে ভোট গ্রহণ শুরু হয়েছে। নির্বাচনে পুলিশ, আনছার, র্যাব, বিজিবির পাশাপাশি সেনাবাহিনীর সদস্যরা আইন-শৃংখলা রক্ষায় মাঠে রয়েছেন।

সদর ও মুজিবনগর উপজেলা নিয়ে গঠিত মেহেরপুর-১ আসনে ১২৩ টি ভোট কেন্দ্রে মোট ভোটারের সংখ্যা ৩ লাখ ১৬ হাজার ৯৭৫ জন। প্রার্থী রয়েছেন ৪ জন। এরা হলেন- বিএনপি’র মাসুদ অরুন, জামায়াত জোটের তাজ উদ্দীন খান, জাতীয় পার্টির আব্দুল হামিদ এবং বাংলাদেশ কমিউনিষ্ট পার্টি-সিপিবি প্রার্থী মিজানুর রহমান।

মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনে তিন জন প্রার্থী রয়েছেন। এর হলেন-বিএনপি প্রার্থী আমজাদ হোসেন, জামায়াত জোট প্রার্থী নাজমুল হুদা এবং জাতীয় পার্টির আব্দুল বাকি।

এ আসনটিতে মোট ভোটারের সংখ্যা ২ লাখ ৭০ হাজার ৭০৫ জন। মোট ভোট কেন্দ্রের সংখ্যা ৯০টি।

কে হাসবেন বিজয়ের হাসি, কে কোন কেন্দ্রে ভোট দেবেন

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কে হাসবে বিজয়ের হাসি। সেই ক্ষণে উপস্থিত ভোটাররা। মেহেরপুর -১ আসনে সংসদ সদস্য হিসেবে মাসুদ অরুন না কি তাজ উদ্দীন আহমেদ বিজয়ী হবেন দিন পার হলেই ভোটের ফলাফলে নিশ্চিত হওয়া যাবে। একই ভাবে মেহেরপুর-২ আসনেও আমজাদ হোসেন নাকি নাজমুল হুদা একই চিত্র ভোটের মাঠে। তবে নির্বাচনী ফলাফল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

এদিকে, মেহেরপুর-১ আসনের বিএনপি প্রার্থী মাসুদ অরুন ভোট দেবেন মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে এবং জামায়াত প্রার্থী

তাজ উদ্দীন ভোট দেবেন বল্লভপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে। এছাড়া সিপিবি প্রার্থী এ্যাড. মিজানুর রহমান ভোট দেবেন মেহেরপুর দারুল উলুম আহমদিয়া মাদ্রাসা কেন্দ্রে এবং জাতীয় পার্টির আব্দুল হামিদ ভোট দেবেন গোপালপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে।

এদিকে, মেহেরপুর-২ আসনের বিএনপি প্রার্থী আমজাদ হোসেন ও জামায়াত প্রার্থী গাংনী পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে জাতীয় পার্টি প্রার্থী আব্দুল বাকী ভোট দেবেন দেবিপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে ভোট পেবেন।

দুটি আসনের অতিগুরত্বপূর্ণ ২৭টি সেন্টার, নির্বাচন সুষ্ঠ হওয়ার প্রত্যাশা

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট সুষ্ঠ ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে জেলা প্রশাসন।

গতকাল বুধবার সকাল ১১টার দিকে জেলা প্রশাসন কার্যালয় প্রাঙ্গণে সাংবাদিক ও পর্যবেক্ষকের সঙ্গে মতবিনিময় কালে জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং কর্মকর্তা ড. সৈয়দ এনামুল কবীর এ কথা বলেন।

তিনি বলেন, মেহেরপুরের দুটি আসনে ২১৩টি কেন্দ্র ও ২টি পোস্টাল ভোট কেন্দ্রসহ ২১৫টি ভোট কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ করা হবে। প্রার্থী ও সকলের সহযোগীতায় এ জেলায় সুষ্ঠভাবে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। এখন পর্যন্ত ভোটের আগে যেধরণের অপরাধ ও আশঙ্কা থাকে সেগুলো কিছুই দেখা যায়নি। তাই আমরা মনে করি সুষ্ঠ ও সুন্দরভাবে আমরা ভোটগ্রহণ সম্পন্ন করতে পারবো।

সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং অফিসার ড. সৈয়দ এনামুল কবির। এ সময় উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়, সেনাবাহিনী লে. কর্ণেল হাসান মাহমুদ সৌরভ, জেলা নির্বাচন

কর্মকর্তা মো. এনামুল হক।

সভাপতির বক্তব্যে রিটার্নিং অফিসার ড. সৈয়দ এনামুল কবির বলেন, আসন্ন নির্বাচন সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষভাবে সম্পন্ন করতে ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। মেহেরপুর জেলায় নির্বাচনী নিরাপত্তায় বিজিবির ৯টি প্লাটুন, র্যাবের ৪টি প্লাটুন, ২৫০ জন সেনাসদস্য মোতায়েন থাকবে। এছাড়া ২৫টি মোবাইল টিম, ১০টি স্ট্রাইকিং ফোর্স ও হেল্পলাইন ৯৯৯ সার্বক্ষণিক সক্রিয় থাকবে।

তিনি আরও বলেন, প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে পর্যাপ্ত সংখ্যক পুলিশ সদস্য নিয়োজিত থাকবে এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী যেকোনো অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি মোকাবেলায় সর্বদা প্রস্তুত থাকবে।

পুলিশ সুপার উজ্জল কুমার রায় বলেন, আমরা অতিগুরত্বপূর্ণ (ঝুকিপূর্ণ) হিসেবে দুটি আসনে ২৭টি সেন্টারকে চিহিৃত করেছি। এই ২৭টি সেন্টারে বডি অন ক্যামেরাসহ পুলিশ কর্মকর্তা থাকবে। এছাড়া সকল সেন্টারে যাতে সুষ্ঠভাবে ভোটগ্রহণ সম্পন্ন হয় সেভাবে আমরা সজাগ আছি।

এদিকে, সকাল থেকে বিভিন্ন সেন্টারে ব্যালটবাক্স, অমোচনী কালীসহ নির্বাচনী সরঞ্জাম সরবরাহ শুরু করেছে উপজেলা প্রশাসন।